খুড়ী পিকচার্সের

মুভী পিকচার্স লিঃ-এর নিবেদন—

বারবেলা

প্রযোজনায় :—
মোহনলাল সিংহানিয়া

সংগঠনে :—
ভগবতী লাল আগরওয়ালা

কাহিনী :—
মুরারী মোহন ভরদ্বাজ (বাণীকণ্ঠ)
চিত্রনাট্য :—প্রমথ নাথ কুমার
চিত্রনাট্য পরিবর্দ্ধন :—হিরণ্ময় সেন
চিত্রশিল্পে :—যতীন দাস
বীরেন দে, হরেন বোস
শব্দযন্ত্রে :—শচীন চক্রবর্ত্তী
ইন্দু অধিকারী
সঙ্গীত পরিচালনা :—কালীপদ সেন
গীত রচনা :—প্রণব রায়, প্রমথ কুমার
কণ্ঠ সঙ্গীত :—গায়ত্রী বসু, শ্যামল মিত্র

প্রধান কর্ম্মসচিব :—রাজু বন্দোপাধ্যায়
সম্পাদনায় :—বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
শিল্প নির্দ্দেশনায় :—সুনীল সরকার
রূপ-শিল্পে :—অক্ষয় দাস
সাজসজ্জা :—রামচন্দ্র
ব্যবস্থাপনা :—রতীশ বোস
যন্ত্র-বাঞ্জনা :—ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা
স্থির-চিত্র :—অক্টো-ফটো ষ্টুডিও
প্রচার সচিব :—বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়

পরিচালনা নির্দ্দেশক :— **হিরণ্ময় সেন**, পরিচালনা :— **কল্পতরু**

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে গৃহীত ও
বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরিজ লিঃ-এ পরিস্ফুটিত

সহকারীবৃন্দ :—

পরিচালনায় :— ভবেন দাস, প্রমথ কুমার, শ্যামল ঘোষ, ভবানী দাস। চিত্র-শিল্পে :— সুকুমার সাঁ, সম্পাদনায় :— রবীন বন্দোপাধ্যায়, ব্যবস্থাপনায় :— প্রশান্ত পাট্টাদার তাড়িৎ নিয়ন্ত্রণে : বিমল চক্রবর্ত্তী, দুঃখী নস্কর, কেষ্ট দাস, জয়দেব বৈরাগী ও নরেশ সমাদ্দার।

—: রূপায়ণে :—

জহর গাঙ্গুলী, সমর রায়, ভানু বন্দো, শ্যাম লাহা, জহর রায়, নৃপতি চট্টো, অজিত চট্টো, বাণীবাবু, দেবী গাঙ্গুলী, শ্যামল, আশু বোস, পশুপতি কুণ্ডু আদিত্য, বুকী বাবু, রাম সরকার, মাঃ সুনীল, যমুনা সিংহ, অর্পণা, শঙ্করী মুখোপাধ্যায়, সুমনা ভট্টাচার্য্য, মায়া, শুক্লা মুখার্জ্জী, রাজলক্ষ্মী (বড়), সুদীপ্তা রায়, আশা দেবী, অঞ্জলী, জয়শ্রী, নিরুপমা, বাণী প্রভৃতি।

— পরিবেশক :—**মতিমহল থিয়েটার্স লিমিটেড, কলিকাতা** —

কাহিনী

"হাঁচি টিকটিকি বাধা—যে না মানে সে গাধা"—খনার এই প্রবাদ বাক্যকে না মানার জন্যে আমাদের গল্পের নায়ককে কি রকম নাজেহাল হ'তে হয়েছিল—তারই কাহিনী হ'ল এই "বারবেলা"।

নন্দদুলাল একজন নাম করা শিল্পী। সে তার কাজ নিয়েই সব সময় মেতে আছে। একদিন তার মা তাকে বল্‌লেন—দেশে গিয়ে সেখানকার জমি-জায়গাগুলো একবার দেখাশোনা করে আসতে। আসলে ইচ্ছাটা হ'ল অন্য। ফাজিলপুরের হাঁড়িফাটা মিত্তিরের স্ত্রী হলেন তাঁর সই। তাঁর এক বিবাহযোগ্যা মেয়ে ছিল। জমি-জায়গা দেখতে যাওয়ার নাম করে সইয়ের মেয়েটিকে কোনমতে দেখিয়ে দেওয়া—যদি নন্দর পছন্দ হয়—এই হ'ল আসল উদ্দেশ্য। নন্দ রাজী হল, মা তখন তাঁর সইকে চিঠি লিখে দিলেন নন্দর যাওয়ার খবর দিয়ে।

নন্দ যখন দেশে যাওয়ার জন্য রওনা হচ্ছে এমন সময় মার খেয়াল হ'ল—সেদিন বিষ্যুৎবারের বারবেলা—নন্দর সেদিন যাত্রা না করাটাই বাঞ্ছনীয়। নন্দ হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললে—মা, তোমার আশীর্ব্বাদ থাকলে ওসব বারবেলা টারবেলায় কিছুই যায় আসে না।

কিন্তু বাড়ী থেকে বেরিয়েই এক বিপদ। লেকের ধারে সুরশ্রী তার বান্ধবীদের নিয়ে বসে ছবি আঁকছিল। নন্দর গাড়ী পাশ দিয়ে যাবার সময় জল কাদা ছিট্‌কে ছবিটিকে নষ্ট করে দিল। ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত সুরশ্রী রুখে দাঁড়াল : কি রকম ভদ্রলোক মশাই আপনি?

লজ্জিত নন্দদুলাল গাড়ী থেকে নেমে সুরশ্রীর রং আর তুলি নিয়ে ছবিটিকে ঠিক করে দিয়ে গেল। এরা তো অবাক! কিন্তু যাবার সময় নন্দ তার ক্যামেরায় সুরশ্রীর একটা 'স্ন্যাপ' নিয়ে যেতে ভুললো না।

ফাজিলপুরে মার সইয়ের বাড়ী পৌছে তো নন্দর চক্ষুস্থির। সেখানে পৌছেই শোনে মার সই চীৎকার করে

বলছেন : ওরে জামাই এসেছে, শাঁখ বাজা। প বাড়ী ফিরে এসে দেখে ঘটক ঠাকুর এসেছেন তার
সব ছেলে মেয়ের দল ভীড় করে এল রূপতরাসীর ঘটকালী করতে। নন্দ তাকে সুরশ্রীর বাড়ীর
দেখতে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নন্দ তো কোনো না দিয়ে বলল : এর সঙ্গে যদি বিয়ের ঠিক হয়
বারান্দায় গিয়ে বসল। কনে রূপতরাসী যখন তার ই আমি বিয়ে করব।
খাবার নিয়ে এল তখন তাকে দেখে তো তার ঘটক সুরশ্রীর পিতার সঙ্গে আলাপ করে একেবারে
যাবার মত অবস্থা। রূপতরাসীকেই রসগোল্লা জব বনে গেল। সুরশ্রীর পিতা জানালেন যে
শেষ করতে বলে একেবারে চোঁচা দৌড় ষ্টেশনে শ্রীকে তিনি নাচ, গান, ঘোড়ায় চড়া, মোটর চালান,

কলকাতা পৌঁছেই কি ছাই নিস্তার আছে ? তার এমন কি শর্টহ্যাণ্ড টাইপ-রাইটিং পর্য্যন্ত
করে আসতে আসতে দেখে রাস্তার ওপরে এক ভদ্রথয়েছেন, সুতরাং তার সঙ্গে যার বিয়ে হবে তাকে
তার চাকরকে অন্যায় ভাবে প্রহার করছে। দ দশ হাজার টাকা দিতে হবে। তাছাড়া কলকাতায়
থামিয়ে নন্দ ভদ্রলোককে নিরস্ত করতে এগিয়ে ী ও গাড়ী থাকা চাই।
ভদ্রলোক তো চটে মটে আগুন। পাড়ার ে সুরশ্রীর পিতার দাবী শুনে নন্দ প্রথমটা দমে
উল্টে তার পেছনে ধাওয়া করল। প্রাণের দায়ে—তারপরই সে শরণাপন্ন হল তার বন্ধুদের কাছে।
নানা জায়গায় ধাক্কা খেতে খেতে শেষকালে সুদর মধ্যে ছিল এক বীমা কোম্পানীর দালাল এবং
বাড়ীতে ঢুকে পড়ল। বাড়ীর সকলে চোর মনেকজন ডাক্তার। বন্ধুদের সাহায্যে নন্দ কি
যখন বন্দুক নিয়ে তাকে তাড়া করতে ব্যস্ত, ব শ্বশুরের সমস্ত দাবী মিটিয়ে সু র শ্রী কে

নন্দকে সুরশ্রী তার ঘরে নিয়ে রূপে লাভ করল—সেটা আগে
আদর আপ্যায়ন করে বাড়ী ক বলে দিয়ে রসভঙ্গ করতে চাই
দিল।

.....

রূপালী পর্দ্দাতে ভাগ্য হবে বেশী।

গান

(১)

কেন অকারণে দোলা লাগে মনে,
অজানারে আজি জানিতে।
মনে হয় যেন যাহা কিছু খুঁজি,
পাব বুঝি তার বাণীতে।

সঙ্গ লভিতে আকাশের চাঁদে,
নিদহারা চোখে চকোরী কাঁদে।
আমার মুখর হৃদয়—
তারে চায় কাছে আনিতে।

প্রেম যদি মোর হ'ত মেঘদূত,
আকাশে দিত পাড়ি।
কানে কানে তার বলি মোর কথা
বারতা আনিত তারি।

মধু হ'তে সে যে চির মধুময়,
পরাজয় মানি গাহি তার জয়।
সাগরের কাছে নদীর কখনো,
লাজ নাই হার মানিতে।

রচনা ঃ প্রমথ নাথ কুমার

গেয়েছেন ঃ গায়ত্রী ব

(২)

নন্দ—বারবেলাতে লেকের ধারে সেই যে প্রথম দেখা,
কে জানিত ভাগ্যে ছিল নিয়তির এই লেখা।

সুরশ্রী—প্রথম দেখায় বিবাদ হল, তোমার আমার সনে
ছবি আঁকার ছল করে হায়, রং লাগালে মনে।

নন্দ—তারপর ঃ—
হ'ল প্রথম প্রেমের পাঠশালাতে
অনেক কিছুই শেখা,
কে জানিত ভাগ্যে ছিল নিয়তির এই লেখা।

উভয়ে—বারবেলাতে লেকের ধারে সেই যে প্রথম দেখা,
কে জানিত ভাগ্যে ছিল নিয়তির এই লেখা।

নন্দ—তারপরে—সেই হাওয়া গাড়ীর
চাকার তলে পড়া,
(আর) ফন্দি করে দশটী হাজার
নগদ আদায় করা।

সুরশ্রী—থাক্ থাক্ খুব হয়েছে,
বাহাদুরী বিদ্যে আছে জানা
বনের বাঘা বিয়ের পরে হয়েছে পোষ মানা।

নন্দ—আচ্ছা দেবী ঘাট হয়েছে—বিবাদ কেন আর,
মিলন বীণায় বেজেছে আজ বসন্ত বাহার।

সুরশ্রী—আজ মেঘের কোলে
ঐ দেখনা চাঁদের আলোর রেখা,
(নিয়তির এই লেখা)

উভয়—বারবেলাতে লেকের ধারে সেই যে প্রথম দেখা,
কে জানিত ভাগ্যে ছিল নিয়তির এই লেখা।

রচনা ঃ প্রণব রায়

গেয়েছেন ঃ শ্যামল মিত্র ও গায়ত্রী বসু

আমাদের পরবর্ত্তী আকর্ষণ

রসরাজ অমৃতলাল বসুর

❋ চাটুজ্যে-বাঁড়ুয্যে ❋

(বসুমিত্রের ছবি)

রূপায়ণে আছেন—

ভানু বন্দ্যো—জহর রায়—পূর্ণিমা—গুরুদাস—শিশির মিত্র—রাজলক্ষ্মী
অজিত—শ্যাম লাহা—শীতল বন্দ্যো—সবিতা ও নমিতা চট্টো প্রভৃতি

●

জ্যোতির্ম্ময় রায়ের

★ টাকা - আনা - পাই ★

রূপায়ণে আছেন—

বিনতা রায়—ছবি বিশ্বাস—শম্ভু মিত্র—জহর রায়—ভানু বন্দ্যো—
তৃপ্তি মিত্র—উৎপল দত্ত।

মতিমহল থিয়েটার্স **একমাত্র পরিবেশক** • ৬৮, কটন ষ্ট্রীট

মতিমহল থিয়েটার্সের তরফ হইতে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও
গ্লাসগো প্রিন্টিং কোম্পানী লিমিটেড্, হাওড়া হইতে মুদ্রিত।